মন-ভাসির টানে

মন-ভাসির টানে
মন-ভাসির টানে

মন-ভাসির টানে

কালকূট

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

□ প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬৮/আগষ্ট ১৯৬১

□ প্রকাশিকা : লতিকা সাহা/মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

□ মুদ্রক : তরুণ মণ্ডল/মোনালিসা প্রিণ্টার্স। ৮৩/৬ বেলগাছিয়া রোড, কল-৩৭

□ প্রচ্ছদ : অনুপ রায়।

শ্রীনিখিল সরকার (শ্রীপান্থ)

প্রীতিভাজনেষু

লেখকের অন্যান্য বই :

হারায়ে সেই মানুষে
মিটে নাই তৃষ্ণা
নির্জন সৈকতে
আরব সাগরের জল লোনা
কোথায় পাবো তারে
অমৃত কুম্ভের সন্ধানে
বাণীধ্বনি বেণুবনে
স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে
মন চল বনে
বনের সঙ্গে খেলা
প্রেম নামে বন
অমৃত বিষের পাত্রে
অমাবস্যায় চাঁদের উদয়
তুষার সিংহের পদতলে
বাঁশীর তিন সুরে

মন-ভাসির টানে

সব বার্তারই কচকচি আছে। আগে সেইটি সেরে নিই। বললাম অবিশ্যি "কচকচি", কিন্তু শব্দটি আবার সকলের মনে ধরে, তবেই দায়মুক্তি ঘটে। ধরবে কি? কারণ যাঁরা বিরাট ওজনে বলেন, তাঁরা লম্বা "ভূমিকা" করেন। এখন আমার মতন প্রাণী যদি ভূমিকাকে কচকচি বলে চালাতে যাই, তা হলে অনেক মানীর মন খচখচিয়ে উঠতে পারে।

তবে জোড় হাতে নিবেদন করতে পারি, আমাকে না হয় চলতি কথায় বলতে দিন। "ভূমিকা" বললে, শব্দটির কিছু কিঞ্চিৎ সাজ-গোজের দরকার হয়। হয় না কি? সাজগোজ বলতে আমি ব্যাখ্যা বন্ধন বোঝাতে চাই। ব্যাখ্যার থেকে "বন্ধন" শব্দটি যেন খাচ্ছে বেশি। কেবল তো "মুখবন্ধ" বললেই সব বোঝানো হয় না, "ভূমিকা" যার আর এক নাম। অবিশ্যি ইংরেজির "প্রিফেস"কে "মুখবন্ধ" বলা যাবে কী না, সে-বিষয়ে আমার ধ্যান ধারণা স্পষ্ট না, কথাটা আগেই কবুল করি। "ফোরওয়ার্ড" শব্দেরই বা মানে কী? ওই যে কী বলে "মুখবন্ধ" জাতীয় একটি শব্দ, ইংরেজি "ফোরোয়ার্ড" কি সেই শব্দে